শহর ও জেলার খবর

স্বস্তির ফোঁটা

বুধবার দুপুরে এর পশলা ধারাবর্ষণে কলকাতা। — দিলীপ দত্ত

ভোট-সন্ত্রাস : মানতে নারাজ শাসক, বিরোধীদের অন্য সুর

নিজস্ব প্রতিনিধি— ১৪ তারিখ পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে যে সন্ত্রাসের ছবি উঠে এসেছিল তা নিয়ে হইচইয়ের মধ্যে বুধবার পুনর্নির্বাচনের দিন শাসকদলের নেতাদের মুখ থেকে উঠে এল ভিন্ন মত। তাঁদের কথায়, জেলা জুড়ে যে সন্ত্রাসের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তা ঠিক নয়। জেলার বসিরহাট থেকে শুরু করে বনগাঁ, বারাসত, বারাকপুরের অসংখ্য এলাকা রয়েছে যেখানে কোনও অশান্তি হয়নি। কিন্তু তার কোনও চিত্র উঠে আসেনি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় বা লেখায়। যদিও বিরোধী সিপিএম থেকে বিজেপি জেলা নেতৃত্ব শাসকের এই দাবি মানতে নারাজ।

প্রসঙ্গত, এদিন জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, জেলার বনগাঁ এলাকা কিংবা বসিরহাটের একাধিক গ্রামপঞ্চায়েতে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। বসিরহাটের ধানকুড়িয়া, মিনাখাঁর উচিলদহ, আটপুকুর, গাইঘাটার ধরমপুর— এইসব অঞ্চলে কোনও সন্ত্রাসই বিরোধীরা করতে পারেনি। ফলে এইসব অঞ্চলসহ একাধিক এলাকায় এরকমভাবে সন্ত্রাসবিহীন ভোট হয়েছে। যদিও তৃণমূল জেলা সভাপতির পাল্টা হিসেবে জেলা বিজেপি'র সভাপতি প্রদীপ ব্যানার্জি গল্পের ছলে জানান, এই ভোটে যে কি হল কিছুই বুঝলাম না। তাঁর দাবি, শাসক দলের প্রার্থীরাও অনেক ক্ষেত্রে বুঝে উঠতে পারেননি তাদের হয়ে কারা অবাধে ছাপ্পা ভোট দিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, এদিন শাসকদলের বিধায়ক থেকে সাংসদরাও সোমবার ভোটের দিনের যে সন্ত্রাসের ছবি দেখা গিয়েছিল তার বিরোধিতা করতে দেখা যায়। তাদের দাবি, জেলার অসংখ্য পঞ্চায়েত এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয়। কিন্তু কোথাও তার উল্লেখ পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, জেলা তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি নারায়ণ গোস্বামীর নির্বাচনী ক্ষেত্রেগুলিতেও কোনও অশান্তির খবর উঠে আসেনি বলেও জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর। এবিষয়েই নারায়ণ গোস্বামীর বক্তব্য, তিনি দীর্ঘদিন ধরে জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় যে উন্নয়নের কাজ করেছেন তার প্রতি আস্থা রেখেই সাধারণ মানুষ তার নির্বাচনী ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অশান্তি হতে দেয়নি। বিরোধীরা তার নির্বাচনী ক্ষেত্রে অশান্তির সৃষ্টি করতে চাইলেও এজন্য পারেননি। এপ্রসঙ্গে জেলা তৃণমূলের পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ জানায়, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে শুধু সন্ত্রাসেরই ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু জেলায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বুথের মধ্যে মাত্র ৫৯টি বুথে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে। এর থেকেই পরিষ্কার জেলা জুড়ে প্রায় শান্তিতে ভোট হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের অবশ্য পাল্টা দিয়েছে বিজেপি জেলা নেতৃত্ব। তাদের কথায়, সোমবার জেলাজুড়ে যে সন্ত্রাস দেখা গিয়েছে তাতে কে কাকে মারল তা তারা এখনও বুঝতে পারছেন না। তাদের আরও বক্তব্য, এই ভোটে দেখা গেল একদল বাইকবাহিনী 'মুখে রুমাল বেঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেপরোয়াভাবে মারধর থেকে শুরু করে ছাপ্পা মেরে পালিয়ে যাচ্ছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের পাল্টা দিয়ে নৈহাটির বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি বলেন, বারাকপুর-১ ব্লকের বনগাঁ, চাকলা, মাঝিপাড়া, পলাশি, শিবদাসপুর, জেটিয়া কোথাও কোনও অশান্তির ছবি ফুটে ওঠেনি। তাঁর দাবি, এই অঞ্চলে বিরোধীরাও শান্তির কথা তুলে ধরছেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। বারাকপুরের আর এক জেলা নেতৃত্ব বিধায়ক অর্জুন সিং জানান, কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সন্ত্রাসের ছবি তুলে ধরা হয়েছে, আদৌ যা ঠিক নয়। জেলার একাধিক অঞ্চলেই শান্তিতে ভোট হয়। একই দাবি জানান বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার থেকে রবিন ঘোষ। তাঁদের কথায়, জলেশ্বর, ঝাউডাঙ্গা, ইছাপুর, নীলগঞ্জ, রোহান্ডা, চণ্ডীগড়, কেমিয়া-খামারপাড়া অঞ্চল শান্তিতে ভোট হয়েছে কিন্তু সে ছবি কোথাও উঠে আসেনি। তাঁদের দাবি, শান্তির বদলে অশান্তির ছবিই বেশি করে দেখিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চক্রান্ত চলছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য খারিজ করে জেলা সিপিএম সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী জানান, এই ভোটে সাধারণ মানুষ তৃণমূল-বিজেপি যে সন্ত্রাস চালাল তা দেখে ফের তাদের সমর্থন করবে। কেননা বাংলার মানুষ এই অত্যাচার মেনে নেবেনা। এত কিছুর মধ্যেও দেখার বিষয়, বৃহস্পতিবার বাংলার মানুষ কার পাশে দাঁড়ায়।

আপাতত স্বস্তি মুকুলের

আদালত সংবাদদাতা– বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ আপাতত কোনও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারবে না। বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদ অন্তর্বর্তী ওই আদেশ দেন। বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদের এজলাসে মুকুল রায়ের আইনজীবী পরমজিৎ সিং পাটোয়ারি বলেন, তাঁর মক্কেলকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছে। ২০১২ সালের জুন মাসের এক সকালের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৬ বছর পর অভিযোগ জানানো হয়েছে। পূর্ব রেলের গ্রুপ ডি পদে চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে মোটা টাকা দাবি করেন তাঁর মক্কেল বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একজনকে হেয় করা হয়েছে। তাঁর মক্কেলের গত ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কোনও অভিযোগ ওঠেনি। টিএমসি ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখানোর পরই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। কি কারণে দলত্যাগ করলেন, তা বিচারপতি প্রসাদ আইনজীবীর কাছে জানতে চান। জবাবে আইনজীবী বলেন, মতের মিল হয়নি বলেই টিএমসি ছেড়েছেন। অভিযোগকারী ৯ জনের ভাষা একই। বলা হয়েছে, টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। পুরোটাই মিথ্যা অভিযোগ। তাঁর মক্কেলকে হেয় করার উদ্দেশ্যেই এসব অভিযোগ। শুক্রবার অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এ ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য পেশ করবেন। এদিন কেস ডায়েরি নিয়ে সরকারি আইনজীবীরা তৈরিও ছিলেন।

বোমাবাজি ও বাইকবাহিনীর দাপটে 'শান্তির' ভোট সবংয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সবং, ১৬ মে— বাইশটা বাইকের প্রত্যেকটাতে দুজন করে বসেছিল। ওদের হাতে বন্দুক, লাঠি ছিল। রাত দশটা নাগাদ বাঁধের দিক থেকে এসে ওরা গ্রামের মধ্যে ঢোকে। তৃণমূল কংগ্রেস অফিসের সামনে এসে ওরা একটা বোমা ছোঁড়ে। তারপর আর গোটা দুই-তিনেক। সারা গ্রাম ঘোরার পর ওরা বেরিয়ে যায়। আমার ভাই বিজেপি করে। বোমায় আওয়াজ পেয়েই ও পালিয়ে যায়। আমরা এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি, দক্ষিণ বাঁশবনী গ্রামের ভিতরে কলাগাছের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে এই কথাটাই জানালেন নিমাই মাইতি।

নিমাইবাবুর কথায় প্রতিধ্বনি শোনা গেল সিপিএমের জেলা পরিষদ প্রার্থী রীতা মণ্ডল জানার গলায়। 'মানুষকে আতঙ্কিত করার লক্ষ্যই বোমাবাজি চালানো হয়, বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাইকবাহিনী। মানুষ যাতে ভোট দিতে না যায় সেই জন্যই তৃণমূলের লোকজন এটা করেছে।

রাতেই থানায় ফোন করে অভিযোগ জানান রীতাদেবী। পুলিশ আসে। বাইক বাহিনীকে তাড়া করে। তাদের মধ্যে দুজন বাইক ফেলে পালিয়ে যায়। বাইক দুটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

বাইক বাহিনীর দাপট ও বোমাবাজির পর সকালে দক্ষিণ বাঁশবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবিটা কিন্তু ছিল শান্তিরই। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে এক গ্রামবাসী জানালেন, তৃণমূলের লোকজনেরা এসে পাশের পাড়ার লোকজনের ভোট দেওয়ার জন্য বাইরে বেরোতেই বারণ করে গিয়েছে।

তৃণমূলের এই ফতোয়ার কথা শোনা গেল নওগাঁ গ্রাম পঞ্চায়েতের জরুরা কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে। সকাল দশটায় বুথের সামনে আঁকা। প্রিসাইডিং অফিসার জানালেন, পঞ্চাশ শতাংশ ভোট পড়ে গিয়েছে। বুথ থেকে ৫০ মিটার দূরে বিশাল পুলিশবাহিনী টহল দিচ্ছে। গ্রামেরই বাসিন্দা শ্রীকান্ত মাইতি ঘরে শুয়েছিলেন। অবস্থাপন্ন পরিবার। ডাকতে বেরিয়ে এলেন। শ্রীকান্তবাবু বললেন, কাল সন্ধেয় তৃণমূলের লোকেরা এসে বলে গিয়েছে বুধবার ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই। কথা না শুনলে বাড়ির মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছে। আতঙ্ক এতটাই তীব্র যে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনেও মুখ খুলতে তিনি রাজী নন। শ্রীকান্তবাবু বলেন, গ্রামে প্রায় শ তিনেক ভোটার তৃণমূলের হুমকির জন্য ভোট দিতে যাননি। গ্রামেরই বাসিন্দা পরিমল দাস রান্নাবান্না করেন। বুথে যে পুলিশ ও ভোটকর্মীরা এসেছেন তাদের রান্নার কাজ করছেন। তার বাড়ি গিয়েও তৃণমূল বাহিনী বলে গিয়েছে ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই। পরিমল বুথমুখো হননি। জরুরা বুথেও তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দলের পোলিং এজেন্টকে লক্ষ্য করা যায়নি। একই ছবি মোহাড় পূর্ব সাঁই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫৪ ও ২৫৫ নং বুথে। এখানেও তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দলের পোলিং এজেন্ট নেই। ভোট চলছে তৃণমূলের মর্জি মাফিক। জরুরায় ফাঁকা বুথের সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢোকার সময়ে হাতের কালি মুছতে মুছতে বুথের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন দুই যুবক। ভোট দেওয়া হয়ে গেল। কোথায় থাকেন। আমতা আমতা করে দ্রুত এলাকা ছেড়ে যান দুই যুবক। একই ছবি মোহাড়ে। পুনর্নির্বাচনের শান্তির ভোটে এটাই ছবি। মোহাড়া পূর্ব সাঁইয়ে ১৪ মে বারটি বাইক পুড়িয়ে দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেই দুষ্কর্মের স্বাক্ষ্য বুকে নিয়েই 'শান্তির' ভোট চলছে কড়া পুলিশি পাহারায়।

২৯ বুথে পুনর্নির্বাচন নির্বিঘ্নে

বাসন্তীতে নকল বর্ম, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, ধৃত ৩

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৬ মে— বুধবার জেলার পুনর্নির্বাচন ২৯টি বুথে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। সন্ধ্যাবেলাতেও কিছু কিছু বুথে মানুষ ভোট দেয়। ছিল পর্যাপ্ত পুলিশি প্রহরাও। কাকদ্বীপ অঞ্চলে দুপুরে কালবৈশাখীর ঝড়ে ভোটাররা কিছুটা অসুবিধার মধ্যে পড়ে। যেসব অঞ্চলে পুর নির্বাচন হয়েছে, সেই সব গ্রামের মানুষ যাতে নিরাপদে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসতে পারে, তার জন্য ছিল পুলিশি টহলদারি। পুনরায় ভোট হল কুলতলি, গোসাবা, ক্যানিং, বারুইপুর, মগরাহাট, ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা, কুলপি, জয়নগর ও বাসন্তীতে। আর সবচেয়ে বেশি বাসন্তীতেই হয়েছে বারোটি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন। আবার বারুইপুর পুলিশ জেলার তৎপরতায় এই বাসন্তীতেই বুধবার উদ্ধার হল নকল বর্ম। পুলিশের বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের মতো এগুলি ভোটের দিন ব্যবহার করা হয়েছিল। পুনর্নির্বাচনের দিন তা বামাল ধরা পড়ল। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার অরিজিৎ সিনহা বুধবার সন্ধ্যায় জানান, তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। টিনের বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বর্ম পাওয়া গেছে। তিনি অবশ্য তদন্তের স্বার্থে এ ব্যাপারে বিশদ কিছু জানাননি।

বাসন্তীর এক আদি তৃণমূল নেতা বলেন, 'যারা ডায়মন্ডহারবার কাঁপালো, সেই বাহিনী নকল পুলিশ সেজে বর্ম বুকে বেঁধে বাসন্তী কাঁপাচ্ছে।'

অফিসারকে বন্দুক দেখানো দুষ্কৃতীর ভোট দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ১৬ মে— বুধবার বিকেল পৌনে পাঁচটা, বলপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে ভোট দিয়ে গেলেন গত ১৪মে প্রিসাইডিং অফিসারের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ব্যালট ছিনতাইয়ের নায়ক সমীর রানা। সেদিন নির্দল প্রার্থী স্বেতা মাইতির স্বামী তপন মাইতির নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা হামলা করে বলপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রিসাইডিং অফিসার চন্দনকুমার দে'র মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ব্যালট লুঠ করার কাজ নেতৃত্ব দেন সমীর। বুধবার তিনি ভোট দিতে আসে। উল্লেখ্য, এই বুথে পুনর্নির্বাচন হলেও সাংয়ের বিডিও অভিজিৎ বিশ্বাস সমীরের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। সমীর ভোট দিয়ে বেরিয়ে এলে স্থানীয় বাসিন্দারা ঝামেলা করতে পারে এই খবর পেয়ে সমীরকে রক্ষা করতে বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে বুথে হাজির হন খড়গপুরের এসডিপিও কুনাল ব্যানার্জি।

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ভোটের দিন আক্রান্ত বারাসতের তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি– বুধবার সকালে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এখনও ভোটের দিন আক্রান্ত বারাসতের তৃণমূল নেতা চম্পক দাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। চিকিৎসকরা এও জানিয়েছেন, তাঁর মাথায় ভারী কোনও জিনিস দিয়ে যেভাবে বারবার আঘাত করা হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত ১৪টি সেলাই দিতে হয়েছে। এমনকি মাথায় চোট লাগা থেকে বাঁচতে গিয়ে তাঁর হাতের দু'টি আঙুলও প্রায় নষ্টের পথে। চিকিৎসকরা এদিন আরও জানান, চিকিৎসার মাধ্যমে কিভাবে তাঁর আঙুলগুলি ঠিক করা যায় তার সর্বাত্মক চেষ্টাও তাঁরা চালিয়ে যাবেন।

বেসরকারি সেই হাসপাতাল সূত্রে এও জানা গিয়েছে, আক্রান্ত নেতাকে দেখতে বহু মানুষই হাসপাতালে আসছেন, যা ওই নেতার বর্তমান শারীরিক অবস্থার দিক থেকে একদম বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়েই স্থানীয় সূত্রে খবর, আক্রান্ত ওই নেতা তাঁর জীবনের পথ চলায় বহু মানুষের উপকার করেছেন। যার কারণেই হাসপাতালে প্রায় সময়ই মানুষের ভিড় লেগে রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহুবার তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে এ বিষয়টি জানিয়েছেন।

ওই নেতার পরিবার সূত্রে খবর, যে বাম আমলেও এরকম বহুবার আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল নেতা। পরোপকারী হওয়ায় এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং সমাজবিরোধীদের কুনজরে ছিলেন তিনি। এমন কি সততার সঙ্গে বর্তমান রাজ্য শাসক দলের হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের কর্মযজ্ঞের কাজ করে যাওয়াতেও বেশকিছু মানুষ তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল বলে পরিবারের সদস্যদের ধারণা। শুধু তাই নয়, তাঁর এই কাজের জন্য বহু দূর-দূরান্তেও তাঁর শত্রু তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে বারাসত পুরসভার পুর পারিষদ আক্রান্ত তৃণমূল নেতার পরিবার এতটাই হতাশ যে কীভাবে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে তৃণমূল নেতাকে দুষ্কৃতীদের হাতে মার খেতে হল তা তারা ভেবে পাচ্ছে না। পরিবার সূত্রে খবর, ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে আরও ৩-৪ জন নেতাকেও অস্বাভাবিকভাবে মারধর করা হয়। তাঁরা বর্তমানে স্থিতিশীল হলেও তাঁদের পরিবারের সদস্যের জন্য এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হচ্ছে। আর যাতে শামিল হয়েছে সমগ্র বারাসতবাসী। দলের পক্ষ থেকেও তৃণমূল নেতাকে দেখতে এসেছিলেন মন্ত্রী থেকে সাংসদ, বিধায়ক ও তাঁর সহকর্মীরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও বিরোধী দলের নেতৃত্ব এখন সৌজন্য দেখাতেও হাসপাতালে আসেননি। এদিকে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার তৃণমূল নেতার এই পরিস্থিতি দেখে হতবাক হয়ে গেছেন। তাঁদের চোখ-মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল এ ঘটনা শোনার পর তাঁরাও আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এর পাশাপাশি এই ঘটনায় তৃণমূল নেতার পাশে দাঁড়িয়েছেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তাঁদের মধ্যে বিধায়ক রথীন ঘোষ, জেলার পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি পার্থ ভৌমিক, জেলা কার্যকরী সভাপতি নারায়ণ গোস্বামী, বারাসতের পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, জেলা তৃণমূল শ্রমিক নেতা তাপস দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতা। এ সকল নেতা ছাড়াও সহকর্মীরা সর্বদাই তাঁর পাশে থেকে পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছেন। এমনকি খুব দ্রুত নেতা সুস্থ হয়ে উঠবেন এই আশ্বাসও জানানোর সঙ্গে সঙ্গে নেতার আরোগ্য কামনা করছেন। এতসবের মধ্যেও বেশ কিছু অসাধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন। তাঁরা এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অপপ্রচার চালাচ্ছেন। যে যাঁর নামে পারছেন এই ঘটনার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করছেন। তার পাশাপাশি বেশ কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছিলেন দুষ্কৃতীদের হাতে। সেই ঘটনায় পুলিশ কিছু না করলেও সেই নেতা দুষ্কৃীতিদের বলেছিলেন, তারা যে ঘটনা ঘটিয়েছে তা খুবই নিন্দনীয়। সময় থাকতে পরিবর্তন হওয়ার কথাও বলেন। এমনকি পরবর্তীকালে এমন ঘটনা ঘটলে আইনের দ্বারস্থ হবেন বলে তিনি জানান, সূত্রের এমনটাই খবর। সূত্রের আরও দাবি, সে সময় তৃণমূল নেতা জানতে পেরেছিলেন ওই সকল দুষ্কৃতী বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ও ক্যাডার। তাঁদের নামে থানায় প্রচুর পুরনো অভিযোগ জমা আছে। তা সত্ত্বেও তিনি ওই বিপদ থেকে সাংবাদিককে বাঁচিয়ে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বর্তমানে সেই দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন জায়গায় কুৎসা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের বেশ কিছু অনুগামী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে যে আক্রান্ত তৃণমূল নেতার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা নাকি খুব ভালো হয়েছে। শুধুমাত্র তাদের কিছু অসাধু কাজের এক সময় প্রতিবাদ করেছিলেন এই নেতা। এজন্যই বর্তমানে তারা এসব বলেছে বলে সূত্রের দাবি। এ প্রসঙ্গেই আক্রান্ত তৃণমূলের নেতার পরিবারের পক্ষ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাদের শুধু একটাই বক্তব্য তিনি সুস্থ হয়ে উঠুন। তাঁদের প্রশাসনও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আস্থা আছে। পরিবার সূত্রে এও জানা গেছে, আক্রান্ত হওয়ার সময় তিনি একটাই কথা বলেছিলেন আমার জীবনে আমার দলের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ যদি আমি প্রাণ হারাই তার জন্য আমি গর্বিত। যেদিন থেকে রাজনীতি করছি তবে থেকেই দিদি আমার অনুপ্রেরণা, আমি মরা পর্যন্ত তিনি আমার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড
CIN No : L55101WB1971PLC028152
রেজিস্টার্ড অফিস : প্রেসম্যান হাউস, ১০এ লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
ফোন : (০৩৩) ৪০৩১০৮০৭, **ফ্যাক্স :** (০৩৩) ৪০৩১০৮১৩
ওয়েবসাইট : www.sinclairsindia.com; **ইমেল :** ir@sinclairshotels.com

ইনভেস্টর এডুকেশন এবং প্রোটেকশন ফান্ডে ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর

এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১২৪ ধারা এবং ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলসের সংস্থান অধীনে সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ যার বিগত একাদিক্রমে সাত বছর বা তার অধিক সময়ে অদাবিকৃত বা অপ্রদেয় হিসেবে জমাকৃত অকার্যকর হিসেবে প্রাপ্য ডিভিডেন্ড কোম্পানি কর্তৃক ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরিত হবে।

সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে উল্লিখিত ৩১ মার্চ ২০১১ তারিখে সমাপ্ত বর্ষ এবং পরবর্তী সময়ের জন্য ডিভিডেন্ড দাবির সুযোগ গ্রহণের জন্য ২০ মে ২০১৮ তারিখের মধ্যে স্বাক্ষর করা পত্র মারফৎ আবেদন জানানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের এবং আইইপিএফ-তে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন শেয়ারসমূহের বিস্তারিত কোম্পানির বিনিয়োগকারীগণের 'ইনভেস্টর ইনফরমেশন' বিভাগের অধীনে ওয়েবসাইট **www.sinclairsindia.com** থেকে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট তারিখের মধ্যে বৈধ দাবি সম্বলিত পত্র গৃহীত না হলে কোম্পানি আইইপিএফ-তে সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহের বিষয়ে সদস্যগণ কেবল আইইপিএফ থেকে নিম্নোক্ত রুলসের অধীনে নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (**www.iepf.gov.in** প্রদত্ত বিস্তারিত মতে) আবেদন করতে পারবেন।

কোম্পানির নিকট নথিভুক্ত ঠিকানা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে ব্যক্তিগতভাবে পত্র মারফৎ অবগত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে, প্রয়োজন অনুযায়ী, নিচ টেকনোলজিস প্রা. লি., ডি-৫১১, বাগড়ি মার্কেট, ৭১, বি.আর.বি., বসু রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল : **nichetechpl@nichetechpl.com, ফোন : (০৩৩) ২২৩৫-৭২৭০/৭২৭১, ২২৩৪-৩৫৭৬** এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। **ir@sinclairshotels.com** তেও ইমেল করা যাবে।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড'এর পক্ষে
সঙ্গীতা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬/০৫/২০১৮

২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩ ধারা সম্পর্কিত
-এবং-
ধারাভি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস এলএলপি (LLPIN : AAK-6661) রেজিস্টার্ড অফিস : ১২৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং-২৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১, ভারত সম্পর্কিত
..... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ১৩ ধারা অধীন দরখাস্তকারী এলএলপি'র রেজিস্টার্ড অফিস **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে তেলেঙ্গানা রাজ্যে** স্থানান্তরের বিষয়ে নির্ধারন নিমিত্ত কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতার নিকট আবেদন দরখাস্ত প্রক্রিয়াধীন।

সংশ্লিষ্ট এলএলপি'র রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০-এর নিকট MCA-21 portal (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা স্বয়ং দাখিল বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি দরখাস্তকারী এলএলপি'র উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ধারাভি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস এলএলপি'র পক্ষে
স্বা/-
(বরুণ মালপানি)
ডেজিগনেটেড পার্টনার
DIN-02334397

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৫.২০১৮

দ্য রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড
CIN : L17119WB1935PLC046111
রেজি. অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯ম তল,
৯/১, আর. এন. মুখার্জি রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং. ০৩৩-৩০৫৭৩৭০০/ ৩০৪১০৯০০
(এক্সটেন নং. ১৮৮৩)
ইমেল : rjm.ho@rjm.co.in
ওয়েবসাইট : www.rameshwarajute.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদনের জন্য সোমবার ২৮ মে, ২০১৮ তারিখে কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

দ্য রামেশ্বরা জুট মিলস লি:'র পক্ষে
স্বা/-
অমিত ধানুকা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬ মে, ২০১৮

কোস্টাল রোডওয়েজ লিমিটেড
CIN : L63090WB1968PLC027373
রেজি. অফিস : ৪, ব্ল্যাক বার্ন লেন, কলকাতা - ৭০০০১২
কর্পো. অফিস : ১/১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০১৬
ফোন : ০৩৩ ২২১৭ ২২২২/২৩/২৪
ইমেল : coastalgroup@vsnl.net

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ এবং ৪৭ অধীন বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিভুক্তির জন্য মঙ্গলবার, ২৯ মে, ২০১৮ তারিখ দুপুর ১.০০টায়, ১/১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০১৬ ঠিকানায় কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.coastalroadways.com** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

আরও উল্লিখিত হচ্ছে যে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন ব্যবস্থা ১৭ মে, ২০১৮ থেকে ৩১ মে, ২০১৮ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত সকল ডিরেক্টর, প্রোমোটার, নির্দিষ্ট কর্মচারী এবং যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ শেয়ার লেনদেন কোড অনুযায়ী যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বন্ধ থাকবে। কোম্পানির ওয়েবসাইটে অভ্যন্তরীণ শেয়ার লেনদেন কোড উল্লিখিত আছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কোস্টাল রোডওয়েজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
(স্নেহা জৈন)
কোম্পানি সেক্রেটারি
ACS - 38991

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৫.২০১৮

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com
CIN : L45201WB1996PLC077451

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭(১) অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সোমবার ২৮ মে, ২০১৮ তারিখ দুপুর ২.০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেগুলেশন ৪৭(২) অধীনে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬ মে, ২০১৮

ফর্ম নং. এনসিএলটি-৩এ
বিজ্ঞাপন দরখাস্ত বিস্তারিত [দ্রষ্টব্য রুল ৩৫]
কোম্পানির উল্লিখিত আবেদন
নং ৩৬৮/কেবি/২০১৮
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৪(১) ধারা সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স করন নির্মাণ উদ্যোগ লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস, ১২, পিয়ারি মোহন রায় রোড, ফ্ল্যাট নং ১সি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

দরখাস্ত বিজ্ঞপ্তি

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৪(১) ধারা এবং ২০১৬ সালের ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল রুলসের রুল ৩৫ অধীনে মেসার্স করণ নির্মাণ উদ্যোগ লিমিটেড 'পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি' থেকে 'প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি'-তে পরিবর্তনের জন্য একটি আবেদন/দরখাস্ত/উল্লেখ দাখিল করেছে মেসার্স করণ নির্মাণ উদ্যোগ লিমিটেড-দরখাস্তকারীর পক্ষে অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে এবং উক্ত আবেদন ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে ২০.০৭.২০১৮ তারিখে শুনানির তারিখ ধার্য হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আবেদনের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে নিজের নাম, ঠিকানা সহ নিজ স্বাক্ষর বা আইনজীবী/অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্বাক্ষর করে তার মনোভাব সম্বলিত নোটিশ দরখাস্তকারীর আইনজীবী/অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট ধার্য শুনানির তারিখের অন্তত ২ (দুই) দিন পূর্বে পাঠাতে হবে। সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে বিরোধিতার কারণ বা হলফনামা সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে হবে। দরখাস্তের কপি নির্ধারিত শুল্ক আদায়দান সাপেক্ষে যেকোনও ব্যক্তির নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

স্বা/-
(মোহন রাম গোয়েঙ্কা)
কোম্পানির সেক্রেটারির পেশায় নিযুক্ত এবং দরখাস্তকারীর পক্ষে অনুমোদিত প্রতিনিধি
৪৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ৫ম তল,
কলকাতা - ৭০০০১২

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৫.২০১৮